শারীরিক অক্ষম সফল ফ্রিল্যান্সার কুষ্টিয়ার অনিক পেলেন সম্মাননা

জন্মগতভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় হুইলচেয়ার নির্ভর জীবন জীবিকা ও আরও অনেক তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করায় তরুণ উদ্যোক্তা ও সফল ফ্রিল্যান্সার কুষ্টিয়ার অনিক মাহমুদকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

ইকোনমি কুষ্টিয়ার উদ্যোগে গতকাল তার হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক রোখসানা পারভীন, সহকারী পরিচালক মোঃ মুরাদ হোসেন, শহর সমাজসেবা অফিসার আসাফউদ্দৌলা ও ইকোনমি কুষ্টিয়ার চেয়ারম্যান এসএম জামাল উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক রোখসানা পারভীন বলেন, ‘শারীরিক অক্ষমতা মানেই সবকিছু থেমে থাকা নয়। হাঁটাচলা করতে সক্ষম নন অনিক মাহমুদ।তবে এই প্রতিবন্ধকতার কাছে হার মানেননি তিনি। মনোবল হারাননি। ফ্রিল্যান্সিংকে অবলম্বন করে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন।যার ফলে অদম্য লড়াকু অনিক মাহমুদ এখন সফল ফ্রিল্যান্সার। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করছে তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে।আমরা অনিকের জন্য সবসময় তার পাশে থাকতে চাই। আজকের এই সম্মাননা তাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সম্মাননা পাওয়ার পর অনুভুতি ব্যক্ত করতে গিয়ে অনিক মাহমুদ বলেন, ইচ্ছে ছিল জীবনে এমন কিছু করবো যাতে করে আমার এই প্রতিবন্ধীতার নামটি ঘুচে যায়। আমি সফল হয়েছি। কারণ. আমার কারো কাছে কাজের জন্য যাওয়া লাগে নি। বরং, আমি আমার প্রতিষ্ঠানে কিছু তরুণদের চাকরি দিতে পেরেছি। এই মনোবল আর ইচ্ছাশক্তির কারণেই হয়তো আজ আমি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।’শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয়ী এই সফল ফ্রিল্যান্সারের মতে, ফ্রিল্যান্সার হতে হলে প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। এ কারণে অনেক তরুণ কাজ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন না। তাই কখনোই ভেঙে পড়া যাবে না। আর প্রতিযোগিতায়

টিকে থাকতে হলে নিজেকে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করতে হবে। ভালোভাবে কাজ না শিখে ফিল্যান্সিংয়ে আসা উচিত নয় বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে অনলাইনের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কোর্স করেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপহজেলার পোড়াদহ এলাকার মোজাহার আলীর ছেলে অনিক মাহমুদ।এরপর ইউটিউবের ভিডিও দেখে এবং বিভিন্ন টিউটোরিয়াল সাইট থেকে নিজের দক্ষতা বাড়ান।টি-শার্ট ডিজাইন নিয়ে ফাইভার ও আপওয়ার্কে কাজ করে সফল ফ্রিল্যান্সার হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন অদম্য লড়াকু অনিক।

মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার কর্মী সমাবেশ

বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ পালিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমির মিলাআয়তনের কক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মুজিবুল হকের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আসাদুজ্জামান দুর্জয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ জেলা যুগ্মসাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন।

এছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের কেন্দ্রীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মাফিজুর রহমান রন্টু, জেলা যুবলীগের যুগ্ন-আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুননেছা লতা, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান

মোমিনুল ইসলাম মোমিন, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ, জেলা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা রাহিনুজ্জামান পলেন প্রমুখ।

সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম রাজিব।

কালীগঞ্জে কৃষকের ঋণের টাকা আত্মসাৎ: দুই জনকে বরখাস্ত, একজনকে অব্যহতি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংকে কৃষকের নামে ভুয়া কাগজ পত্র তৈরি ও মৃত ব্যক্তিদের নামে ঋণ উঠিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ’র ঘটনায় ব্যাংকটির পূর্বের ম্যানেজার, ক্রেডিট অফিসার কে বরখাস্ত ও এক মাঠ সহকারীকে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে।

গত বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে আসা ব্যাংকটির প্রিন্সিপাল অফিসার রফিকুল ইসলাম সহ তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি এ সিদ্ধান্ত নেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ব্যাংকের বর্তমান ম্যানেজার নাজমুস সাদাত।

এর আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে “কালীগঞ্জে কৃষিঋণের ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ” শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর দিন ঢাকা থেকে তদন্ত কমিটি এসে তাদের বরখাস্ত ও অব্যহতি প্রদান করে।

অগ্রণী ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার বর্তমান ম্যানেজার নাজমুস সাদাত জানান, আর্থিক অনিয়মের কারণে অগ্রণী ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার পূর্বের ম্যানেজার শৈলন কুমার বিশ্বাস, ক্রেডিট অফিসার আব্দুস সালামকে বরখাস্ত ও মাঠ সহকারী আজির আলীকে চাকরি থেকে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে।

ব্যাংকটির পূর্বের ম্যানেজার শৈলন কুমার বিশ্বাসকে বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক অফিসে কর্মরত, ক্রেডিট অফিসার আব্দুস সালাম

কালীগঞ্জ শাখায় ও মাঠ সহকারী আজির আলী ঝিনাইদহ হামদাহ বাসস্ট্যান্ড শাখায় কর্মরত ছিলন।

উল্লেখ্য, গত ২০১৭ সাল থেকে ৪% সুদে কৃষিঋণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম করার অভিযোগ পাওয়া যায়। কৃষকের পূর্বের ঋণের কাগজপত্র জাল ও মৃত ব্যাক্তিদের ঋণ দেওয়ার নামে ব্যাংকটির পূর্বের ম্যানেজার সহ তিন কর্মচারী বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করেন। এ নিয়ে গত ১ মাস ধরে অগ্রণী ব্যাংকের ঝিনাইদহ আঞ্চলিক অফিস থেকে তদন্ত কমিটি কাজ করছেন।

গর্ভবতী গৃহবধূকে ৪ দিন আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযাগ, আদালতে মামলা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূকে
(১৯) যশোরের নওয়াপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে চারদিন আটক রেখে ধর্ষণের অভিযাগে মামলা করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিক ওই গৃহবধূ নিজে বাদী হয়ে ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ৪ জনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার নথি ও আসামি পক্ষের আইনজীবী আকিদুল ইসলাম জানান, ধর্ষিত গৃহবধূর স্বামী চুয়াডাঙ্গা থেকে যশোর সড়কে চলাচলকারী শাপলা পরিবহনের হেলপার। তার বাড়ি যশোর সদর উপজেলার মথুরাপুর গ্রামে। আর গৃহবধূর বাড়ি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে। দু’বছর আগে তাদের পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয়।

বর্তমানে ওই গৃহবধূ পাঁচ মাসের গর্ভবতী। চলতি মাসের ১০ তারিখ তার স্বামী ফোনে জানায় দুপুর বারাবাজার বাসস্ট্যান্ড এসে গাড়িতে উঠলে তাকে বারীনগর বাজার নামিয়ে দিবে।

স্বামীর কথা অনুযায়ী ঘটনার দিন দুপুর বারাবাজার বাসস্ট্যান্ড

আসে। সে সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাবা’র বাড়ির পার্শ্ববর্তী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের তিন যুবক মথুরাপুরে পৌঁছে দিবে বলে ওই সড়কে চলাচলকারী গড়াই পরিবহনে তুলে যশোরের নওয়াপাড়ায় একটি বাড়িতে নিয়ে আটকে রাখে।

এরপর পিয়াস, তরু, রাকিব ও তরিকুল চার দিন আটক রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এরমধ্যে প্রধান আসামি পিয়াস শাপলা পরিবহনের সুপারভাইজার। পরে মেয়েটিকে তারা ছেড়ে দিলে সে বাবার বাড়ি চলে আসে। তখন নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে ওই গৃহবধূকে মামলা না করতে চাপ দিতে থাকে।

পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই গৃহবধূ নিজে বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে পিয়াস, তরু, রাকিব ও তরিকুলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করে। আইনজীবী আরো জানান, মামলা হয়েছে। এখন আদালতের প্রক্রিয়া অনুসার বিচারকার্য চলবে।

মিজানুর রহমান হিরন এর অনলাইন কুইজ

মুজিববর্ষ ও উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমিতে মিজানুর রহমান হিরন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

ফেসবুকভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতায় ৪৩ জনকে পুরষ্কৃত করা হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, বাড়িবাকা সীমান্ত বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্বাশ্বত নিপ্পন, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ দারা খান, বাংলাভিশন এর সাংবাদিক অ্যাড. তুহিন অরন্য, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেছুর রহমান, আমিনুল

ইসলাম খোকন, সাইদুর রহমান, মন্টু এবং আল আমিন প্রমুখ।

জীবননগরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়েকে পিটিয়ে জখম

জীবননগরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়েকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে রেজাউলের বিরুদ্ধে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের প্রতাবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, প্রতাবপুর গ্রামের আব্দুল নজর আলী গোলদারের ছেলে আব্দুল ছোবহান (৪৭) এবং আব্দুল ছোবহানের মেয়ে সুফিয়া (১৯)।

আহত ছোবহান অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়ের সাথে রেজাউলের মেয়ের ঝগড়া হয়। এই সূত্র ধরে রেজাউল, শফি, মাহাবুল সহ বেশ কিছু ব্যক্তিরা আমার বাড়িতে এসে আমার এবং আমার মেয়েকে মারধর করে।

এক পর্যায়ে আমরা চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়। পরে আমাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ ব্যাপারে রেজাউল জানান, ছোবহান আগে আমাদের মারধর করতে আসে এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দ¦ন্দ¦ হয় এবং উভয় পক্ষেই হাতাহাতি হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রতাবপুর গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে দ¦ন্দ¦ হয়।

এ সংবাদ শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং দুই পক্ষকে শান্ত করে। তবে এ বিষয়ে এখনও কোন পক্ষ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগরে সারের সংকট রোধে বাজার মনিটরিং

জীবননগর বাজারে সারের সংকট রোধে বাজার মনিটরিং করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এ বাজার মনিটরিং করেন।

আগামী বোরো মৌসুমে কৃষকের দোড়গোড়ায় যেন ন্যায্যমূল্যে সার পৌঁছে যায় এবং কৃত্রিম সারের সংকট যেন সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে জীবননগর উপজেলার সকল বিসি আই সি এবং বিএডিসি সার ডিলারদের দোকান পরিদর্শন, ক্যাশমেমো যাচাই এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা।

ইউনিয়নকে এ গ্রেডে উত্তীর্ণ সহ যুবকদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করবো–আব্দুর রাজ্জাক

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এবারে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রতিনিধি পলাশ আহম্মেদ। সাক্ষাতকারের বিশেষ অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসছে নির্বাচনে আপনার প্রস্তুতি কেমন?

আব্দুর রাজ্জাক: আমি গত দুই মাস ধরে প্রতিটা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি এবং তাদের সমস্যার কথা শুনছি। অনেকের সমস্যা সমাধান করছি। প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাত করছি। এই ৫ বছরে জনগণের অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে সেগুলো আমাকে জনগণ বলছে আমি শুনছি। জনগণ আমাকে চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় যে ভাবে পেয়েছে এই চেয়ারম্যান কে পাচ্ছে না। তাই জনগণ আমাকে ভোট দেবে, বার বার তারা একই ভুল করবে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

আব্দুর রাজ্জাক: আমি ছোট বেলা থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে ছিলাম। ১০ম শ্রেণীতে যখন পড়তাম তখন ধানখোলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, তারপর কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য ছিলাম, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ছাত্রলীগ করেছি, মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছিলাম, সে¦চ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি ছিলাম, উপজেলায় বর্তমানে ধানখোলা ‘খ’ ইউনিটের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আছি। যখন চেয়ারম্যান ছিলাম তখন ৩ বার ফার্স্ট হয়েছি জনগণের পাশে থেকেছি সেই হিসেবে আমি ১০০% আশাবাদী আমিই মনোনয়ন পাবো। গতবার একক নাম গিয়েছিল এবারো একক নাম যাবে ইনশাল্লাহ।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন গুলোতে অংশ নেবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দি¦তাপূর্ণ হবে?

আব্দুর রাজ্জাক: গতবার আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে বিএনপি প্রার্থী ছিলো, আমার সামান্য ভুলের জন্য পরাজিত হয়েছি। আমাদের মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি ছিলো। তবে এবার আমি সব কিছু সমাধান করেই মাঠে নামছি। এবার নির্বাচনে যা ভোট পোল হবে তার অর্ধেকের বেশি ভোট পেয়ে আমি চেয়ারম্যান হবো। সেই প্রতিশ্রুতি জনগণ আমাকে দিয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

আব্দুর রাজ্জাক: প্রথমেই নির্বাচিত হয়ে আমার ইউনিয়নকে এ গ্রেডে নিয়ে যেতে চাই। আমার ইউনিয়নের বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করবো। রাস্তাঘাট নির্মাণ করবো। বর্তমানে আমার একটা সমিতি আছে যার ৪০০জন সদস্য, অল্প টাকায় লোন দিই যাতে বেকার

যুবকরা ব্যবসা করে খামার করে সচ্ছল হতে পারে। সর্বপরি ইউনিয়ন পরিষদের সৌন্দর্য বর্ধন করবো।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে সবজি বীজ বিতরণ

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগিতায় বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষের জন্য সবজি বীজ বিতরণ করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার ১২ টার সময় ইউনিয়ন পরিষদে এই বীজ বিতরণ করা হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্লক সুপার ভাইজার আশরাফুল আলম, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন ও ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বাশারুল ইসলাম।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন জানান, আমরা গাংনী উপজেলায় ৯ টি ইউনিয়নে বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষের জন্য মানুষ কে উদ্যোগী করে তুলছি এবং তাদের মাঝে সবজি বীজ বিতরণ করছি। গাংনী উপজেলায় ২৭০০ পরিবারের মাঝে এই বীজ প্রদান করা হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় আজকে কাথুলী ইউনিয়নের ৯ টি গ্রামে ৩০ জন করে মোট ২৭০ টি পরিবারের মাঝে সবজি বীজ বিতরণ করছি।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, আমরা সবজি খাই কিন্তু সেটা সার বিষে ভরা যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর, সেই ক্ষতি থেকে মুক্তি পেতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এমন মহান উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

বর্তমানে মহামারি করোনার আক্রমনে দেশের যে ক্ষয়-ক্ষতি তা পূরণ করার জন্য কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। তাই এই বীজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে

কেউ যেন রেখে দেবেন না। সবাই লাগালে নিজের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বিক্রিও করা হবে।

পরিশেষে কাথুলী ইউনিয়নের কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও দেখাশোনা করার নির্দেশ দেন। যাতে করে সকলে সবজি চাষ করে লাভবান হয়।

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী ৪১তম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড’র সমাপনী

ঝিনাইদহে শেষ হয়েছে ৩ দিন ব্যাপী ৪১তম জাতীয় বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড। বৃহস্পতিবার বিকালে শহরের ফজর আলী স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে এ মেলা সমাপ্ত হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার তসলিমা খাতুন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ, জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক মোজাফফর হোসেন পলাশ, ফজর আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জয়া রানী চন্দ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক এ কে এম ফয়সানুল কবির।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে বিজ্ঞান মেলায় অংশ নেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ টি ক্যাটাগরিতে ১৫ জনকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরষ্কৃত করা হয়।

গত মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের ফজর আলী স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা অফিস এ মেলার আয়োজন করে। মেলায় ৬ টি উপজেলার ৩ টি গ্রুপে ৫৪ টি প্রজেক্টে ১শত শিক্ষার্থী অংশ নেয়।